মতলবে আকাশ বাতাস কাঁপানো আর্তনাদ

লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

'আব্বু লঞ্চ যদি ডুবে যায়? দেখো, আকাশটা কেমন মেঘলা।' অসুস্থ অর্থি বাবার সঙ্গে ঢাকায় ডাক্তার দেখাতে যাবার আগে কথাগুলো বলেছিল। না, যাবার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিরাপদেই চাঁদপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছেছিল অর্থি ও তার বাবা। ডাক্তার দেখানোও হয়েছিল। বিপত্তিটা ঘটে বাড়ি ফেরার পথে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে 'এমভি মহারাজ' নামে যে লঞ্চটি ডুবে যায় তাতে সলিল সমাধি হয় চাঁদপুরের মতলব উপজেলার নারায়ণপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং তার নয় বছরের কন্যাসন্তান অর্থির।

কখনো কখনো মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। পশু-পাখির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু শিশু অর্থির কথাগুলো এভাবে হুবহু মিলে যাবে কল্পনাও করেননি তার মা নাসরিন জাহান। স্বামী-সন্তান হারিয়ে দিশেহারা নাসরিন জাহান বলেন, 'এসব সাক্ষাৎকার নিয়ে আর কী হবে? আমার স্বামী আর মেয়ে তো ফিরে আসবে না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন তিনি।

মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার আগের দিন স্ত্রী অধ্যাপিকা নাসরিন জাহানকে একটি সুন্দর শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন অধ্যাপক আলী। সকালে ঢাকা যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'তুমি এখনো নতুন শাড়িটি পড়লে না?' পরের দিনই ঢাকা থেকে মতলব ফেরার পথে 'এমভি মহারাজ' লঞ্চডুবিতে তিনি মেয়ে অর্থিসহ মারা যান। স্বামীর লাশ দেখার পর নাসরিন জাহান সেই শাড়িটি বুকে আগলে রেখে স্মৃতিচারণ করে বারবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।

'এমভি, মহারাজ' লঞ্চ দুর্ঘটনা অধ্যাপিকা নাসরিন জাহানের কাছ থেকে শুধু স্বামী-সন্তানকেই কেড়ে নেয়নি, বরং ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তার দশ বছরের লালিত স্বপ্ন। নারায়ণপুর ডিগ্রি কলেজে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেই পরিচয় হয় মোহাম্মদ আলী এবং নাসরিন জাহানের। সেই পরিচয় থেকে পরিণয় এবং তারপর বিয়ে। সুখেই কাটছিল তাদের দাম্পত্য জীবন। চাকরির শুরুতে দু'জনেরই বেতন স্কেল ছিল ২ হাজার ৮০০ টাকা। স্বপ্ন ছিল এক সময় অনেক বড়লোক হবেন। বাড়ি হবে, গাড়ি হবে। ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করবেন। কিন্তু স্বামী-সন্তান হারিয়ে আজ তার সেই স্বপ্ন কেবলই মরীচিকা।

শুধু নাসরিন জাহান নন। এমন আরো অনেকেই রয়েছেন যারা ঐ মর্মান্তিক লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রিয়জনদের হারিয়ে এখন সর্বস্বান্ত। কেউ সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পথে বসেছে। কেউবা হারিয়েছে তার ভালোবাসার মানুষ কিংবা প্রিয় বন্ধুকে। আবার কারো মৃত্যুতে সমাজ বঞ্চিত হলো একজন দরদী ব্যক্তির সেবা থেকে।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা যেদিন ১৪শ' বছর আগের কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মরণে আশুরা বা ১০ই মোহররম পালন করছিল, সেদিন চাঁদপুরের মতলব উপজেলার ঘরে ঘরে 'আশুরার মাতম' নেমে আসে। ঢাকা থেকে চাঁদপুর ফেরার পথে বুড়িগঙ্গায় তলিয়ে যায় ৩০০ যাত্রীবাহী এমভি মহারাজ। সব মিলিয়ে প্রাণ হারান ১৪৯ জন। সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে মতলবের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে সেই দুর্ঘটনার যে ভয়াল চিত্র পাওয়া গেছে তা যেন একেকটা করুণ কাহিনী।

বাইশপুরের তিন বন্ধু মাসুদ আলম, খোকন মিয়াজী ও খোকন প্রধান। তারা স্বপ্ন দেখতেন জীবনে অনেক বড় হবেন। বিদেশে গিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করবেন। নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাবেন। মা-বাবা, ভাই-বোনদের নিয়ে সুখের সংসার গড়বেন। আর তাই জায়গা-জমি বন্ধক রেখে এবং ধারকর্জ করে টাকা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন দুবাই যাবেন বলে। কিন্তু দুবাই যাবার স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। ঢাকায় দালালের সঙ্গে কথাবার্তা পাকাপাকি করে বাড়িতে ফেরার পথে লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা যান ওই তিন বন্ধু।

তিন বন্ধুর মধ্যে খোকন মিয়াজী আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন হলেও বাকি দু'জনই ছিলেন তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবা-মা, তিন ভাই ও এক বোনের সংসারে মাসুদ আলম ভাইদের মধ্যে সবার ছোট হলেও মূলত তার টাকাতেই তাদের সংসার কোনো রকম চলে যেত। মাসুদ আলম মতলব পৌরসভায় ছোটখাটো ঠিকাদারির কাজ করতেন। মাসুদের বাবা খোরশেদ ফরাজী জানান, ছেলের মৃত্যুতে তিনি বড় অসহায় হয়ে

পড়েছেন। সহায় সম্পদ বলতে যা ছিল তার পুরোটাই বন্ধক রেখে এবং আরো ৫০ হাজার টাকা ধার করে ছেলের হাতে প্রায় লাখ দেড়েক টাকা তুলে দিয়েছিলেন বিদেশে পাঠানোর জন্য। এতো দেনা তিনি এখন কীভাবে শোধ করবেন? তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'হে নিজেও মরলো, আমাগোও মাইরা থুইয়া গেলো।' মাসুদের মেজ ভাই জানান, তার বড় ভাই কৃষিকাজ করেন এবং সে নিজে বেকার। মাসুদের টাকাতেই তাদের সংসারসহ ছোট বোনের পড়ালেখার খরচও চলতো। ভাইয়ের মৃত্যুতে এই সংসারে বোনের লেখাপড়া দূরে থাক, দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও ঠিকমতো জুটবে কি না সন্দেহ।

আরেক বন্ধু খোকন প্রধানের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাও একই রকম। দুই ভাই, দুই বোনের মধ্যে খোকনই ছিল সবার ছোটো। বড় ভাই মতলব সেটেলমেন্ট অফিসে কাজ করেন। খোকন তার দুই বন্ধু মাসুদ ও মিয়াজীর সঙ্গে মতলব পৌরসভায় ঠিকাদারি কাজ করতেন। এতে যা আয় হতো তাতেই তাদের ছয়জনের সংসার চলতো। কিছুদিন আগে তিন বন্ধু পৌরসভায় এক লাখ টাকার একটা ঠিকাদারির কাজও পায়। ঢাকায় যাবার আগে তার বাবা তাকে ধারকর্জ করে ৩০ হাজার টাকা জোগাড় করে দেয়। টাকা ও সন্তান হারিয়ে খোকনের বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়। ছেলের ছবি দেখাতেই বাবা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন 'আমার খোকন হারায় গেছে রে...।'

বুড়িগঙ্গার ফতুল্লায় লঞ্চডুবিতে ছেলেকে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন আরেক হতভাগা মা। মা, দুই ভাই ও দুই বোন নিয়ে ছিল স্বপনের সংসার। '৯৮ সালে গাছ থেকে পড়ে স্বপনের বাবার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। বাবার মৃত্যুর পর স্বপন সংসারের হাল ধরে। ঢাকায় ফেরি করে সে তার সংসার চালাতো। স্বপনের মা জানান, প্রতি মাসের মতো দুর্ঘটনার দিনও স্বপন বাড়িতে টাকা দেয়ার জন্য আসছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বপনের। তার টাকাও বাড়ি পৌঁছেনি, লাশও পৌঁছেনি। স্বপনের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকিরগাঁওয়ে দাফন করা হয়েছে। তার কবরের নম্বর ১০। লাশের ছবি দেখে স্বপনের মা তার ছেলেকে শনাক্ত করেন। স্বপনের মৃত্যুর পর থেকে তাদের চুলা জ্বলেনি। স্বপনের মা বলেন, 'আর কত শোক পেতে হবে আমাকে? স্বামী হারানোর শোক ভুলতে না ভুলতেই সন্তান হারানোর শোক। ছেলের লাশটিও দেখতে পেলাম না।

একটি দুর্ঘটনা একটি পরিবারের সারা জীবনের কান্না। কিন্তু দুর্ঘটনায় যখন একটি পরিবারের সবাই নিহত হয়, তখন? কাঁদার জন্যও তো একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়! নিষ্ঠুর নিয়তি সে সুযোগটাও দেয়নি ফারুক দেওয়ান এবং তার পরিবারকে। ঢাকা থেকে মতলবে যাওয়ার পথে স্ত্রী ইসরাত

নিহত অর্থির আঁকা ছবি

জাহান ইলা, ১৪ মাসের পুত্রসন্তান আবুবকর সাইফ এবং কাজের মেয়েসহ লঞ্চ দুর্ঘটনায় ফারুক দেওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। ফারুক দেওয়ান ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি একই ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ পড়তেন তিনি। ক্রেডিট ট্রান্সফার করে এমবিএ পড়ার জন্য লন্ডন যাবার কথা ছিল তার। কিন্তু লঞ্চ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুধু তিনটি জীবনের মৃত্যুই ঘটেনি, মৃত্যু ঘটেছে পুরো পরিবারটির স্বপ্নেরও।

মতলবের উত্তর ঠেটালিয়া গ্রামের ভুঁইয়া বাড়ির মোহাম্মদ আলীর অবস্থাটা একটু ভিন্ন। স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে এবং আরো ৭ জন কাছের মানুষসহ মোট দশজনকে হারিয়ে তিনি এখন হতবাক। কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। দুর্ঘটনাকবলিত লঞ্চ থেকে মোহাম্মদ আলী অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেও বাঁচাতে পারেননি তার প্রিয়জনদের কাউকেই। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে এবং আপনজনদের হারিয়ে তার বাড়ি এখন পরিণত হয়েছে এক মৃত্যুপুরীতে।

কেউ কেউ আবার এই দুর্ঘটনা থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে, এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে। ডিঙ্গাভাঙা গ্রামের স্বপনের মায়ের দাবি, তার ছেলে সাড়ে তিন বছর আগে বিয়ে করে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় বউ বাপের বাড়িতে চলে যায় প্রায় বছরখানেক আগে। কাগজে-কলমে তালাক না হলেও গ্রামের মেম্বার ব্যাপারটা সুরাহা করে বাপের বাড়িতে চলে যাবার সময় বউয়ের হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেয়। জীবিত থাকতে স্বামীর কাছে ফিরে না এলেও সেই বউ এখন স্বপনের লাশ দাবি করছে। স্বপনের মায়ের ভাষ্যমতে, মূলত অর্থলাভের জন্যই তার বউ লাশ দাবির পাঁয়তারা করছে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার

পরিবারের ১০ জনকে হারিয়ে নির্বাক মোহাম্মদ আলী

সাহায্য দেয়া হয়নি। মতলব উপজেলার চেয়ারম্যান এনামুল হক বাদল সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকারি সাহায্যের বিষয়ে তিনিও সঠিকভাবে কিছু জানেন না। দুর্ঘটনায় পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অনেক পরিবারই এখন না খেয়ে দিন যাপন করছে। একদিকে প্রিয়জন হারানোর শোক, অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালা। বেঁচে থেকেও মরে যাবার মতো অবস্থা এখন এই পরিবারগুলোর।

ত্রুটিপূর্ণ নৌযান, অদক্ষ চালক আর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাইয়ের কারণে মাঝে মাঝেই ঘটছে মর্মান্তিক লঞ্চ দুর্ঘটনা। অথচ প্রতিরোধের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। আইন আছে, আইনের প্রয়োগ নেই। সরকারের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লঞ্চ মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিম্মি করে ফেলেছে লাখ লাখ মানুষকে। এদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। মতলবের গ্রামে গ্রামে যে শোকের মাতম চলছে, তার কোনো কিছুই এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। বরং দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্ত্রী 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলে লঞ্চডুবিকে সমর্থন দেন।

ছবি : **তানজিল রাজু**